সূচিপত্র

শুরুর কথা ২০

আবু মুসলিম খাওলানি ২১

বিস্ময়কর সিয়াম-সাধনা; সালাত কায়েমে অনন্য ২৩

সীমাহীন কষ্ট-সাধনা ২৩

আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ২৪

গুণগরিমা; যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের সরল স্বীকৃতি ২৪

ঐশীশক্তি: কিছু টুকরো ঘটনা ২৫

রাষ্ট্রনায়ক মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলিষ্ঠ-কণ্ঠে উপদেশ ২৫

মুস্তাজাবুদ-দোয়া এক মহৎ ব্যক্তিত্ব ২৬

ইহলোক ত্যাগ ২৬

আহনাফ ইবনে কায়েস ২৭

রণাঙ্গনের বীর-সেনানী ২৭

সত্য কথনে নির্ভীক ২৮

নামাজ, রোযা ও আল্লাহভীতি ২৯

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ২৯

দোয়া-প্রার্থনার অনন্য বৈশিষ্ট্য ৩০

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বীকৃতি প্রদান ৩০

হযরত ওমর ﷺ কর্তৃক তার সঙ্গে পরামর্শের নির্দেশ ৩১
হযরত আয়েশা ﷺ-এর প্রশংসায় আহনাফ ৩১
প্রজ্ঞাপূর্ণ দূরদর্শী সমাধান ৩১
প্রাজ্ঞোচিত উক্তিমালা ৩২
সমকালীন বিজ্ঞদের মুখে তার প্রশংসা ৩৩
পরলোক গমন ৩৩

উরওয়া ইবনে যুবাইর ৩৪

কুরআন তেলাওয়াতে প্রবল আকর্ষণ ৩৫
অনন্য সাধারণ সিয়াম-সাধনা ৩৫
জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন বাগানের দ্বার ৩৬
চারিত্রিক প্রভাবে ছিলেন উন্নীত ৩৬
কাব্যপ্রেম ৩৬
কর্তিত পা; ধৈর্য ও স্থৈর্যের এক মর্মস্পর্শী ঘটনার বৃত্তান্ত ৩৭
মনীষী আলেমদের মুখে তার স্তুতিগাঁথা ৩৮
ইহলোক ত্যাগ ৩৮

আলি ইবনে হোসাইন ৩৯

দশ হাজার দিরহামের গোলাম আযাদ ৪০
বিনয় ও নম্রতা ৪১
আল্লাহভীতি ৪২
তাকওয়া ও পরহেযগারি ৪২
অলৌকিক ঘটনা ৪৩
ভ্রাতৃত্ববোধ ৪৩

চাচাতো ভাইয়ের সাথে বসা; তার উত্তম আচরণ প্রদর্শন ৪৪
ভাবাবেগ উদ্রেককারী দোয়া ৪৪
চিরন্তন বাণীকথা ৪৪
উন্নত বেশ-ভূষা ৪৫
কারবালায় আলি ইবনে হোসাইন ৪৫
পরপারে পাড়ি ৪৬

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ৪৭

জামাতের সাথে সালাত কায়েমের প্রতি অনুরাগী ৫০
হাদিস অন্বেষণের প্রবল আগ্রহ ৫০
ফতোয়াদানের যোগ্যতায় ছিলেন স্বীকৃত ৫১
কুরআনের ব্যাখ্যাপ্রদানে সতর্কতা ৫১
কর্ম করে জীবিকা-নির্বাহ ৫১
ধারাবাহিক রোযা পালন ৫২
দোয়া কবুলের বিস্ময়কর ঘটনা ৫২
অধিকহারে হজে গমন ৫৩
খলিফা আবদুল মালিকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ৫৩
আল-ওয়ালিদের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান ৫৪
নারীদের প্রবঞ্চনার ভয় ৫৪
হৃদয়মিনারে হাদিসের সম্মান ৫৪
যাদের পরশে ধন্য হয়েছেন ৫৫
যে প্রশংসা সুরভি ছড়ায় ৫৫
মুখনিঃসৃত হিরে মতি-পান্না ৫৬
স্বপ্নব্যাখ্যার আশ্চর্য যোগ্যতা ৫৬

মৃত্যুর পূর্বে ৫৭
ইহধাম ত্যাগ ৫৮

সাঈদ ইবনে জুবাইর ৫৯
গিবতকারীকে শক্তভাবে পাকড়াও ও মৃত্যুর স্মরণ ৬১
অধিক পরিমাণে হজ-ওমরা ৬২
নামাজে পূর্ণ কুরআন খতম ৬২
লোকমুখে তার প্রশংসাগাথা ৬৩
মুক্তোঝরা উক্তিমালা ৬৩

হাসান বসরি ৬৪
রণাঙ্গনের বীর-বাহাদুর ৬৬
হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে ৬৭
মুখোচ্ছবিতে ঈমানি প্রভাব ৬৭
মনীষীদের মুখে তার প্রশংসাবাণী ৬৭
মর্যাদা-মহিমা ৬৮
সিয়াম-সাধনা ৬৮
দুনিয়াবিমুখতা ৬৮
কথায় যার মুক্তো ঝরে ৬৯
অনন্তলোকে গমন ৭০

মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন ৭১
ফতোয়া প্রদানে সাবধানী দৃষ্টি ৭২
হৃদয়রাজ্যে আল্লাহর ভয় ৭৩

নিজের প্রতি তুচ্ছদৃষ্টি ৭৪
বছরজুড়ে সিয়াম-সাধনা ৭৪
আমল ও যিকির-ওয়াযিফা ৭৪
গিবত থেকে শতক্রোশ দূরে ৭৫
স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অনন্য ৭৫
পরলোক গমন ৭৬

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ ৭৭
বিনয় ও নম্রতার গুণ-মহিমা ৭৮
চমকপ্রদ যত উক্তিমালা ৭৯
মহান রবের সান্নিধ্যে ৮০

আতা ইবনে আবু রবাহ ৮১
সত্য উচ্চারণে আপোষহীন ৮১
পরশে তার সমৃদ্ধ হয়েছে যে শাস্ত্র ৮২
আমি জানি না ৮৩
অমূল্য রতন কিছু উপদেশ ৮৩
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৮৪
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ৮৪
নামাজ তার মেরাজ যেন ৮৪
আল্লাহপ্রেমের দীপ্তিমাখা উক্তিমালা ৮৫
সুরভিত প্রশংসামালা ৮৫
স্বপ্নযোগে লব্ধ মহা সুসংবাদ ৮৬
মহামহিমের ডাকে সাড়া ৮৬

কাতাদা ৮৭
চল্লিশ বছর যাবত আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলিনি ৮৮
রমযানে পাঠদান ৮৮
কুরআন তেলাওয়াতের প্রবল আসক্তি ৮৯
জ্ঞান-প্রজ্ঞার স্বীকৃতি ৮৯
মুক্তোতুল্য উক্তিসমূহ ৮৯
পরলোক গমন ৯০

ইমাম যুহরি ৯১
প্রখর মেধাশক্তি ৯২
আইনশাস্ত্র ফিকহের অগাধ জ্ঞানের ধারক ৯৩
ইবাদত ও ইনাবত ইলাল্লাহ ৯৩
মনীষীদের প্রশংসাবাণী ৯৪
অমূল্য যত কথা চিরন্তন ৯৫
হাদিসের প্রচার-প্রসার ৯৬
মহান রবের সান্নিধ্যে; যেখানে তার সমাধি ৯৭

আইয়ুব সাখতিয়ানি ৯৮
বেদাত প্রসঙ্গে তার ঐতিহাসিক উক্তি ১০০
তার শানে আলেমদের প্রশংসাবাক্য ১০০
একটি কারামত; অলৌকিক ঘটনা ১০১
পরলোক গমন ১০১
মৃত্যুর পর: মহৎপ্রাণ ব্যক্তির স্বপ্নলোকে ১০২

মনসুর ইবনুল মু'তামির ১০৩
মনসুর ও হাদিসশাস্ত্র ১০৪
বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ১০৪
পরকালের ভয়-ভীতি; সীমাহীন রোনাযারি ১০৫
আলেমদের প্রশংসাবাণী ১০৫
দুনিয়াবিমুখতা ১০৬
দুই ফুৎকারের মাঝে ঘুমের জন্য আছে দীর্ঘ সময় ১০৬
পরপারে যাত্রা ১০৬

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারি ১০৭
নাজ্জারিদের প্রশংসায় রাসুল ﷺ-এর বাণী ১০৭
ইলম অর্জন ও লিখে সংরক্ষণ ১০৮
হজের মাসয়ালায় অগাধ জ্ঞান; জ্ঞানগর্ভ ফতোয়া দান ১০৮
সর্বপ্রসিদ্ধ হাদিস তার থেকেই বর্ণিত ১০৮
উস্তাদ যিরিকলির দৃষ্টিতে ইমাম ইবনে সাঈদ আনসারি ১১০
ইলম অন্বেষণে দেশে-দেশে সফর ১১১
মনীষীদের মুখনিঃসৃত সুরভিত প্রশংসামালা ১১২
পরলোক গমন ১১৩

আ'মাশ ১১২
আ'মাশ নামে ডাকার হেতু ১১৩
নামাজের প্রতি পরম যত্নশীল ১১৩
পার্থিব আভিজাত্যের প্রতি নিরাসক্তি ১১৩
হাদিসশাস্ত্রে আ'মাশ ১১৩

কুরআনের খেদমত ১১৪
অন্তরে সদা জাগ্রত মৃত্যুর ভয় ১১৪
কবরদেশে যাত্রা ১১৪

ইমাম আবু হানিফা ১১৫
স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অসম পারদর্শিতা ১১৬
হযরত আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংশ্রবে তার বাবা ১১৬
আনাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দর্শনলাভ ১১৭
জীবন নির্বাহের পেশা ১১৭
দিনভর দরসদান, রাত জেগে নামাজ ১১৭
নির্ঘুম রাত্রিযাপন; জীবনের অবিচ্ছেদ্য আমল ১১৯
শরিয়তের স্তম্ভ ছিলেন তিনি ১২০
সতর্কতার সর্বোচ্চ শিখরে আসীন ১২১
দৃষ্টি তার সদা অবনত: নযর হেফাযতের অনন্য উপমা ১২১
চারিত্রিক নিষ্কলুষতার অনুপম দৃষ্টান্ত ১২২
হাদিয়া-তোহফার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি ১২২
একাগ্রচিত্ত ইবাদত, আমলে আলেমসুলভ গাম্ভীর্য ও ধৈর্য ১২২
অদৃশ্য থেকে এলো এক বিস্ময়কর প্রতিধ্বনি ১২৩
সাহাবাদের মধ্যকার ইজতেহাদি টানাপোড়েন: তার প্রাজ্ঞোচিত অভিমত ১২৪
গিবত থেকে রক্ষা পাওয়াও আল্লাহর নেয়ামত ১২৪
সহনশীলতার মূর্তপ্রতীক, উত্তম শিষ্টাচারের ধারক-বাহক ১২৫
কাতরকণ্ঠে তার ধ্যানমগ্ন মুনাজাত ১২৬
জটিল মাসয়ালা তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে সমাধান ১২৭
জান্নাতের আশা করব! আমি কি এর যোগ্য? ১২৭
সন্দেহযুক্ত খাবার পরিহার ১২৮

বদান্যতা ১২৮
মুখনিঃসৃত মুক্তোদানা ১২৯
দৈহিক গঠন ও আকৃতি ১৩০
জগদ্বিখ্যাত মহান দুই শিষ্য ১৩০
পরলোকে প্রস্থান ১৩০

ইবনে জুরাইজ ১৩২
মক্কার সর্বপ্রথম কিতাব রচয়িতা ১৩২
কাব্যচর্চা থেকে ইলমের পথে: আতা ইবনে রবাহের শিষ্যত্বে ১৩২
ইবনে জুরাইজ ও হারামে মক্কার শাইখগণ ১৩৩
সালাত ও সিয়াম-সাধনা; হৃদয়ে জাগ্রত আল্লাহর ভয় ১৩৪
যাঁদের ছোঁয়ায় আলোকিত তিনি ১৩৫
তার জ্ঞানসুধা থেকে তৃপ্ত যারা ১৩৫
পরলোক গমন ১৩৫

ইমাম আওযায়ি ১৩৭
প্রথিতযশা আলেমদের মুখে তার প্রশংসাবাণী ১৩৭
ইবাদতে ছিলেন অনন্য ১৩৮
পার্থিব সামগ্রী ও পদ-পদবি বিমুখতা ১৩৯
বাদশাহ আবু জাফর মনসুরকে উপদেশ ১৩৯
মুক্তোতুল্য উক্তিমালা ১৪০
আলোকময় স্বপ্ন ১৪০
পরপারে পাড়ি; জাতধর্ম নির্বিশেষে শোকাহত সবাই ১৪১

শু'বা ইবনে হাজ্জাজ ১৪২

হাদিসের প্রতি প্রবল আগ্রহ ১৪২
মহীয়সী জননীর উৎসাহ প্রদান ১৪৩
হাদিস বর্ণনায় তাদলিসের বিরোধিতা ১৪৩
ইবাদতগুযার শু'বা ১৪৩
মুক্তোতুল্য বাণীকথা ১৪৪
দূরদর্শিতাপূর্ণ বক্তব্য ১৪৫
আল্লাহভীতি, পরম তাকওয়া ও পরহেযগারি ১৪৫
পরলোক গমন ১৪৫

সুফিয়ান ছাওরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৪৭
শৈশবেই উৎকর্ষতা ১৪৭
সুন্নতের অনুসরণ ১৪৮
তাকওয়া: সর্বোচ্চ সতর্কতার নযির ১৪৮
রিবাত ১৪৯
বাদশাহর সামনে তার সাহসিকতা ১৪৯

ইবাদত ও ইনাবত ইলাল্লাহ ১৪৯
প্রজ্ঞাবান আলেমদের প্রশংসাবাণী ১৫০
উত্তম স্বপ্ন ১৫১
হিরে জ্যোতিয় উক্তিমালা ১৫১
মৃত্যুর পূর্বে ১৫২
এক পক্ষীশাবকের বিস্ময়কর কাহিনি ১৫২

ইবরাহিম ইবনে আদহাম ১৫৪

তাহলে তুমি অভাবী ১৫৬
যদি আপনি বিয়ে করতেন! ১৫৭
তুমি কি গোলাম? তুমি কি পলায়নরত? ১৫৭
কারামত: অলৌকিক কিছু গুচ্ছ ঘটনা ১৫৮
লোকসমাজে অত্যুচ্চ জনপ্রিয়তা ১৫৯
যার প্রশস্তি ঝরে বিদ্বান আলেমদের মুখে ১৫৯
আত্মার খোরাক যোগায় উক্তি ১৬০
পরলোক যাত্রা ১৬০

লাইছ ইবনে সা'দ ১৬১
বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ১৬২
যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের স্বীকৃতি ১৬২
পরলোক প্রয়াণ ১৬৩

ইমাম মালেক ১৬৫
জন্ম ও বেড়ে ওঠা ১৬৬
বিজ্ঞ আলেমদের প্রশংসায় ১৬৭
ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা ১৬৮
যেভাবে দরসে আসতেন ১৬৮
হাদিস সংকলনে অসামান্য অবদান ১৬৮
একটি স্বপ্ন ১৬৯
মদিনার প্রতি অসামান্য সম্মানপ্রদর্শন ১৬৯
মসজিদে নববির আযমত-হুরমত ১৭০
তার উক্তি ১৭০
পরলোক গমন ১৭০

ফুযাইল ইবনে ইয়ায **১৭২**
তাকওয়া পরহেযগারি ও হালাল ভক্ষণ ১৭৩
রাতের ইবাদত ১৭৩
আল্লাহভীতির পরম গুণ ১৭৪
আমার সাথে আমিরুল মুমিনিনের কী সম্পর্ক? ১৭৪
মুক্তোতুল্য উক্তিমালা ১৭৬
প্রভুর সান্নিধ্যে গমন ১৭৭

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান **১৭৮**
জামাতের গুরুত্বপ্রদানে যিনি অনন্য ১৭৮
কুরআন শ্রবণকালে ভয়কাতরতা ১৭৯
আরেকটি ঘটনা ১৮০
ইলম অন্বেষণে অসংখ্য বিনিদ্র রজনী-যাপন ১৮০
হাদিসের কথা নয়; সনদের দিকে লক্ষ্য রাখো ১৮১
মৃত্যুর দুয়ারে দাড়িয়ে ১৮১
পরলোক গমন ১৮১
মৃত্যুর পর: মহৎলোকের স্বপ্নলোকে ১৮২

ইমাম শাফেয়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি **১৮৩**
তুখোড় স্মরণশক্তি ১৮৩
কুরআনের প্রতি অসম্ভব আকর্ষণ ১৮৩
একাগ্রচিত্ত নামাজ ১৮৪
রাত্রিযাপন ১৮৪

তৃপ্তিসহকারে খেতেন না ১৮৫
কসম খেতেন না; সত্য হোক বা মিথ্যা ১৮৫
বদান্যতা ও দানশীলতা ১৮৬
নিজের দিকে ইলম সম্বন্ধিত হওয়াকে ভয় করতেন ১৮৬
জ্ঞান-প্রজ্ঞার স্বীকৃতি ১৮৭
পরলোক গমন ১৮৭

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৮৮
ইলম অন্বেষণে সফর ১৮৯
সুন্নতের প্রতি ভালবাসা ১৮৯
বিনয় ও নম্রতা ১৯০
প্রচারবিমুখতা ১৯০
অপচয়রোধে বজ্র কঠিন ১৯১
দারিদ্র্য ও দুনিয়াবিমুখতা ১৯১
আল্লাহভীতি ও মৃত্যুভয় ১৯৩
অধিক নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াত ১৯৩
ধৈর্যগুণ ১৯৪
বন্দিত্ববরণ: প্রহার ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার ১৯৪
হৃদয়ে হৃদয়ে ভালোবাসার আবেশ ১৯৭
উলামায়ে কেরামের প্রশংসাবাণী ১৯৮
পরলোক গমন ১৯৮

ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৯
অসাধারণ ধীশক্তি ২০০

নামাজে একাগ্রতা ২০১
কুরআন তেলাওয়াত ২০১
দানশীলতার অনন্য গুণ ২০১
সততা ও সরলতা ২০২
তার বুদ্ধিমত্তার স্মরণীয় ঘটনা ২০২
বুখারি শরিফ সংকলনের ইতিহাস ২০৩
যেভাবে হাদিস সংকলন করতেন ২০৩
রাসুল ﷺ-এর সুসংবাদ ২০৪
যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের প্রশংসাবাক্য ২০৫
ইলমের প্রতি সম্মান ২০৫
এক আলেমের স্বপ্ন ২০৬
মহান রবের ডাকে সাড়া ২০৬

গ্রন্থসহায়িকা **২০৭**

শুরুর কথা

সবাই আল্লাহর পথে চলতে চায়। কুরআন হাদিসের রঙে রঙিন হতে চায়। আলোকিত জীবনের স্বপ্ন বুনে। মানুষের এ স্বপ্নসাধ পূরণের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিকল্প নেই। সুন্নত হলো- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে সংঘটিত কোন আমল; যাতে তিনি সম্মতি দিয়েছেন।

সুন্নতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, সুন্নত হলো আল্লাহর বিধি-বিধান তার রাসুল কর্তৃক পালনের নমুনা। যে নমুনা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সামনে পেশ করেছিলেন প্রতিনিয়ত। সকাল-বিকাল, সন্ধ্যা-রাতে। জিহাদে নামাজে ও অন্যান্য ইবাদতে। সাহাবায়ে কেরাম দেখিয়েছেন তাবেয়িনদের। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল পরবর্তী তাবে তাবেয়ি ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের যুগেও। যেহেতু যুগ হিসেবে তারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক নিকটবর্তী; তাই তারা আমাদের আদর্শ। তারা আমাদের সালাফ।

তাদের ইবাদত-সাধনা, যিকির-তেলাওয়াত, রোযা-সদকা, ত্যাগ তিতিক্ষা, বিনয়-ধৈর্য, জিহাদ-সংগ্রাম ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন নীতিতে আমাদের জন্য রয়েছে অগুনতি শিক্ষা। যা আত্মার খোরাক যোগাবে। গাফেল অন্তরে আমলি স্পৃহা তৈরি করবে। এ আশাবাদ রেখেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক মহোদয় জনাব খুরশিদ আমজাদি হাফিযাহুল্লাহ ও বোরহান আশরাফি ভাইকে। যাদের আন্তরিকতায় বইটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মাহমুদ তাশফীন

পান্থি, মুরাদনগর, কুমিল্লা

আবু মুসলিম খাওলানি

প্রিয় মাতৃভূমি অভিশপ্তদের দখলে। তিনি নিজেও তাদের হিংস্রতার শিকার হয়েছেন। হৃদয়ে জাগরূক নবিপ্রেমের আগুন তাকে রক্ষা করেছে আরেক পার্থিব আগুন থেকে। সে নবিকে দেখেই চোখ জুড়াতে চান এবার। মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এ নবিপ্রেমিক। চোখে মুখে আকুলতা। নবিপ্রেমের পবিত্র স্ফুরণ।

ইয়েমেন। একাদশ হিজরি।

চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার। মদিনা পরিণত হয়েছে পৃথিবীর সব দেশ-মহাদেশ, ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোত্রের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। কালান্তরে আধ্যাত্মিকতার স্বর্গরাজ্যে অবগাহন করে মুসলমানরা হয়েছেন মহীয়ান। ইসলামের ক্রমাগত উৎকর্ষতায় উন্নত হয়েছে মুসলিম-ঈমান। পক্ষান্তরে ইসলামের তড়িৎ এ অগ্রযাত্রায় বিভ্রান্ত হয়েছে কিছু মানুষ। আত্মপরিচয়ে তারা মুসলমান। অথচ আধ্যাত্মিকতার বদলে তাদের পার্থিব লালসা পুষ্ট হয়েছে দিন-দিন। হতভাগা এ সকল লোকদের একজন আসওয়াদ আনাসি। পাপিষ্ঠ ভণ্ড নবি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইয়েমেনের সানআয় সে নিজেকে নবি দাবি করে বসে। কিছু অনুসারিও জুটে যায়। এবার সে তার নবুয়ত-বিরোধীদের দলে ভেড়ানোর ফন্দি আটে। স্বেচ্ছা-সমঝোতা কিংবা জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে।

আবু মুসলিম খাওলানি।

সে যুগের বড় আলেম, ওলি ও মহান সাধক। সত্যবাদিতায় তাকে দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হতো। দুনিয়াবিমুখতায় প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নবি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করলেও তার সাক্ষাত পাননি।[১]

জন্মভূমি ইয়েমেনে। আসওয়াদ আনাসি তাকে ডেকে পাঠায়। তাকে নবি হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। অন্যথায় কঠিন শাস্তির হুমকি দেয়। কিন্তু কোনো কিছুই আবু মুসলিম খাওলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঈমানকে টলাতে পারেনি। তিনি পাহাড়ের ন্যায় অনড়-অটল। হৃদয়ে নবি মুহাম্মদের প্রেম জাগরূক। যাকে দেখার বাসনা আজও পূরণ হয়নি তার। আসওয়াদ আনাসি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। তাকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন আবু মুসলিম খাওলানি। ফলে শ্রেষ্ঠত্ব তার পদচুম্বন করে। হাজার বছর পরেও তিনি হয়ে উঠেন নবি ইবরাহিমের চমৎকার প্রতিচ্ছবি। তার স্বচ্ছ অন্তঃকরণে প্রজ্বলিত আল্লাহর প্রেম-আগুনে ভস্ম হয়ে যায় আসওয়াদ আনাসির ঔদ্ধত্য।

আসওয়াদ আনাসি তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও প্রশান্ত হৃদয়। নীরব-নির্বিকার। তার এ অক্ষত অবস্থা দেখে অন্যরা ভয় পেয়ে যায়। আসওয়াদ আনাসিকে বলে- তাকে এ আগুন থেকে বের না করলে সে তোমার অনুসারিদের ধ্বংস করে দেবে। এ কথা শুনে আসওয়াদ ভয় পেয়ে যায়। তাকে দেশান্তর করার নির্দেশ দেয়।[২]

তিনি মদিনায় চলে আসেন। সওয়ারি বেঁধে মসজিদে নববিতে নামাজে দাড়ান। কিন্তু নবির দিদারে বঞ্চিত হোন এ আশেকে রাসুল। ইতোমধ্যেই রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অচেনা আগন্তুককে দেখে এগিয়ে আসেন ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

হযরত ওমর: আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

আবু মুসলিম: ইয়েমেন থেকে।

হযরত ওমর: ইয়েমেনে যাকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে তার কি অবস্থা?

আবু মুসলিম: তার নাম তো আবদুল্লাহ ইবনে সোয়াব। এটি ছিলো তারই ভিন্ন একটি নাম। নিজেকে যেন লুকোতে চাইলেন আবু মুসলিম।

হযরত ওমর: আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি- আপনিই কি সে ব্যক্তি নন?

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৮।
[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৮।

আবু মুসলিম: হাঁ, আমিই।

ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিলেন। তারপর তাকে নিয়ে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও তার মাঝে বসান এবং বলেন- সেই মহামহিম সত্তার প্রশংসা- যিনি এ যুগে এসেও হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মতো লোক দেখার তাওফিক দিয়েছেন।[৩]

বিস্ময়কর সিয়াম-সাধনা; সালাত কায়েমে অনন্য

শুরাহবিল থেকে বর্ণিত। দুজন ব্যক্তি আবু মুসলিম খাওলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাতে এলেন। তাকে ঘরে না পেয়ে দুজন মসজিদে চলে গেলেন। আবু মুসলিম খাওলানি তখন মসজিদে নামাজ-রত। তারা নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলেন। দুজনের একজন সেদিন গণনা করেছিলেন আবু মুসলিম খাওলানি সেদিন তিনশত রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। অন্যজন চারশত রাকাত গণনা করেছিলেন।[৪]

তার রোযার ছিল এক বিস্ময়কর অবস্থা! জিহাদের সফরেও তিনি রোযা রাখতেন। তার কোনো সঙ্গী বললেন- সফরের অবস্থায়ই তো রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা নেই; অথচ আপনি জিহাদের সফরে রোযা রাখছেন! আবু মুসলিম আশ্চর্য এক উপমায় তাকে উত্তর করলেন- ঐ ঘোড়াই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, চলতে চলতে যে ঘোড়া হাড্ডিসার হয়ে যায়।[৫]

সীমাহীন কষ্ট-সাধনা

উসমান ইবনে আবু আতেকা বলেন- তিনি মসজিদে একটি চাবুক ঝুলিয়ে রাখতেন আর বলতেন- একটা পশুর চাইতে আমিই এ চাবুকের বেশি যোগ্য। তিনি ইবাদত করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে পায়ের টাখনুতে চাবুক দ্বারা একটি বা দুটি প্রহার করতেন।[৬]

বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন- জান্নাত বা জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখলেও হয়তো আমার জন্য বর্তমান আমল থেকে বেশি কিছু করার নেই।

---

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯।
[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ১০।
[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ১০।
[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯।

আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট

আল্লাহর এ ওলি আল্লাহ তায়ালার জন্য উৎসর্গপ্রাণ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার যে কোনো সিদ্ধান্তে তিনি খুশি থাকতেন। এই মনীষী বলতেন- আমার যদি এমন কোন পুত্র-সন্তান জন্ম হয়, যাকে দেখলে হৃদয় জুড়িয়ে যায় আর সে একসময় টগবগে যুবকে পরিণত হয়; তাকে দেখে আমার আত্মার উপশম হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নেন। তবুও আল্লাহ তায়ালার এ সিদ্ধান্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু থেকে আমার নিকট অতীব প্রিয় হবে।

গুণগরিমা; যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের সরল স্বীকৃতি

আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাম্মাদ ইবনে শুয়াইবের এক শাইখ থেকে বর্ণনা করেন- তারা রোম থেকে আসছিলেন। রাতের শেষভাগ। হিমস থেকে চার মাইল দূরের উমাইর নামক স্থান। হঠাৎ একটি গির্জার একজন পাদ্রীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়। কথোপকথন হয়।

পাদ্রী: আপনারা কি আবু মুসলিম খাওলানিকে চেনেন?

কাফেলা: হ্যাঁ।

পাদ্রী: তার কাছে গেলে আমার সালাম দিবেন। আমি কিতাবে পেয়েছি, তিনি ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সঙ্গী হবেন।

পরবর্তীতে এ কাফেলা তাকে জীবিত পায়নি। তারা যখন গুতা নামক স্থানে ছিল- তখনই তাদের নিকট তার মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছে।[৭]

ইমাম যাহাবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সম্পর্কে বলেন- তিনি ছিলেন তাবেয়িদের সরদার এবং সমকালীন সবচে বড় খোদাভীরু ও যাহেদ ব্যক্তি।

মালেক ইবনে দিনার থেকে বর্ণিত আছে, কা'ব আবু মুসলিম খাওলানিকে দেখে বললেন- সে কে? সবাই বলল- আবু মুসলিম খাওলানি। তখন তিনি বলেন- সে এ উম্মতের বিজ্ঞ ও ধীমান ব্যক্তি।

---

[৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ১৩।

আবু মুসলিম খাওলানি সম্পর্কে ইবনে কাছির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- তিনি নিয়মিত জিহাদ করতেন। প্রতি বছর রোমকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিতেন। তার অসংখ্য কাশফ, হালত ও অগুনতি কারামত রয়েছে।

ঐশীশক্তি: কিছু টুকরো ঘটনা

১. রোমান যুদ্ধের কথা। তিনিও এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী কোনো নদীর সামনে এলে তিনি বলতেন- আল্লাহর নাম নিয়ে পার হয়ে যাও। একথা বলে সবার আগে তিনি পার হয়ে যেতেন। এরপর গোটা বাহিনীই উত্তাল দরিয়া পার হয়ে যেতো। সকলেই দরিয়া পার হয়ে গেলে তিনি বলতেন- তোমাদের কারো কোনো বস্তু কি নদীতে পড়ে গেছে? যদি পড়ে যায় তাহলে এর যামানত আমি নিলাম।

একবার এক ব্যক্তি নদীতে ইচ্ছাকৃত একটি বস্তু ফেলে দিয়ে নদী পার হয়ে বলতে লাগল- আমার অমুক বস্তু নদীতে পড়ে গেছে। আবু মুসলিম খাওলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন- আমার পেছন পেছন এসো। লোকটি তাকে অনুসরণ করে দেখতে পেলো হারানো বস্তুটি একটি কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে ঝুলে আছে। আবু মুসলিম খাওলানি বললেন- নাও, তোমার বস্তু উঠিয়ে নাও।[৮]

২. একবার আবু মুসা খাওলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার একদল শিষ্যসহ হজের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রওনা হওয়ার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন- কেউ খাদ্য-রসদ ও পাথেয় সম্বল সঙ্গে নিতে পারবে না। এরপর যখনই তারা কোনো মানযিলে যাত্রাবিরতি করতেন, দুরাকাত নামাজ আদায় করতেন। নামাজ শেষ হলে তাদেরকে প্রয়োজন-মাফিক খাদ্য, পানীয় এবং তাদের বাহনজন্তুর ঘাস দেওয়া হত। কী আশ্চর্য! সঙ্গে কোন পাথেয় নেই, রসদপত্রেরও নেই; অথচ সুদীর্ঘ সফরে তাদের একটি জন্তুও উপোস-অনাহারে থাকে নি।

রাষ্ট্রনায়ক মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলিষ্ঠ-কণ্ঠে উপদেশ

আতিয়্যা ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদিন আবু মুসলিম খাওলানি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে গেলেন এবং সভাসদের

[৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ১১।

দুই সারির মাঝে দাড়িয়ে বলতে লাগলেন- আসসালামু আলাইকুম, হে আজির (বেতনভুক্ত কর্মচারী)! তার এরূপ সম্বোধনে স্তম্ভিত হয়ে সভাষদবর্গ বলে উঠল- থামো! কিন্তু মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- তার পথ ছেড়ে দাও! আমি বুঝতে পেরেছি, সে কি বলতে চেয়েছে। তিনি আবু মুসলিমের সালামের উত্তর দেন। তারপর আবু মুসলিম হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন।[৯]

মুস্তাজাবুদ-দোয়া এক মহৎ ব্যক্তিত্ব

আবু মুসলিম খাওলানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুস্তাজাবুদ-দোয়া ছিলেন। তিনি দোয়া করলে আল্লাহর দরবারে তা সাক্ষাত কবুল হয়ে যেতো; বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ বর্ণনা করেন- কোনো এক নারী তার অনিষ্ট করতে চাইলে তিনি সে নারীর জন্য বদদোয়া করেন। এতে সে নারীটি অন্ধ হয়ে যায়। মহিলাটি তার নিকট এসে তওবা করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে তিনি আবার দোয়া করে বলেন- হে আল্লাহ, এ নারী যদি একনিষ্ঠ তওবা করে থাকে তুমি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। আবু মুসলিম খাওলানির দোয়ায় সে নারী পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।[১০]

ইহলোক ত্যাগ

এ মহান সাধক বাইজান্টাইনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জিহাদি চেতনায় সদা উদ্দীপ্ত এ মহান সাধক বুসর ইবনে আরতাতের সাথে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। এমনই এক যুদ্ধে অসুস্থ হয়ে তিনি ৬২ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। তার ইনতেকালের খবর পেয়ে শোকাহত হয়ে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন- আবু মুসলিম খাওলানি ও কুরাইব ইবনে সাইফের মৃত্যুতেই তো প্রকৃত বিপদের পাহাড় মাথার উপর ভেঙ্গে পড়েছে।[১১]

তাকে সিরিয়ার দারিয়ায় সমাহিত করা হয়। এ জায়গাটির দিকে সম্বন্ধিত করে তাকে দারানিও বলা হয়।

---

[৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ১৩।

[১০] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ১১।

[১১] ওয়াকাফাতুম মায়া সালাফিনাস সালিহ: পৃষ্ঠা. ২৮।

আহনাফ ইবনে কায়েস

সহনশীল, বিনয়ী ও স্পষ্টবাদী এক মহাপুরুষ। যিনি ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও কখনো এর অপব্যবহার করেননি। ধৈর্য ও সহনশীলতার চাদরে ক্রোধকে মুড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্যবার। ঐতিহাসিকগণ বলেন- কেউ যদি সহনশীলতার উদাহরণ খুঁজে, সে যেন আহনাফ ইবনে কায়েসের জীবনাচার থেকে তা আহরণ করে নেয়। তার বিস্ময়জাগানিয়া সহনশীলতার ঘটনা বর্ণিত আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

একবার একব্যক্তি তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। লোকটি বলল- আপনি যদি আমাকে একটি কড়াকথা বলেন; তাহলে অবশ্যই আপনাকে দশটি কথা শুনতে হবে। লোকটির মুখে এরূপ কথা শুনে সহনশীলতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আহনাফ ইবনে কায়েস বলেন- কিন্তু তুমি যদি আমাকে দশটি কথাও বলো, আমার কাছ থেকে একটি কথাও শুনতে পাবে না।[১২]

এমনই ছিল আহনাফ ইবনে কায়েসের সহনশীলতা ও বিনয়! তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বলুন তো 'হিলম' তথা সহনশীলতা কী? তিনি বললেন- ধৈর্যের সাথে অপমান সহ্য করা। মানুষ তার ধৈর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতো। তিনি বলেন- দুঃখ কষ্ট পেলে অন্য সবার যে অনুভূতি হয়, আমারও ঠিক তাই। তফাৎ কেবল এটুকু- আমি তা প্রকাশ করি না; ধৈর্যধারণ করি।

রণাঙ্গনের বীর-সেনানী

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুকৌশলী বীর যোদ্ধা। সিফফিনের যুদ্ধে আহনাফ হযরত

[১২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯৩।

আলি রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সেনাকমান্ডারদের একজন ছিলেন। অন্য এক যুদ্ধে চারলাখ দিনারের বিনিময়ে বলখবাসীর সাথে সন্ধি করেছিলেন। তিনি যুদ্ধে অনেক খোরাসানিকে হত্যা করে তাদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাকিম বলেন- তিনি মাহবুররাওজ জয় করেন। হাসান ও ইবনে সিরিন তার বাহিনীর সৈনিক ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি সমরকন্দ ও অন্যান্য শহর জয় করেছিলেন।[১৫]

সত্য কথনে নির্ভীক

তিনি ছিলেন সাহসী, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী মানুষ। শাসকের সামনে তার মুক্ত স্বাধীন ভয়-ভয়হীন উচ্চারণ নির্ভীকতার উপমা তৈরি করেছে। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকলের কথা। তিনি একবার আতিথেয়তার আয়োজন করেন। বড় বড় তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি-সহ অন্যান্য বিজ্ঞ বিশিষ্টজনদের দাওয়াত করেন। সেখানে আহনাফ ইবনে কায়েসও উপস্থিত ছিলেন।

তাকে দেখে হযরত মুয়াবিয়া বললেন-

একটি দৃশ্য আমার পছন্দ হয়নি। সিফফিনের যুদ্ধে আমি আপনাকে আলি ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাহিনীতে দেখতে পেয়েছিলাম। এ কথা শুনে আহনাফ ইবনে কায়েসের মাঝে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। দৃঢ়কণ্ঠে খলিফাকে বললেন-

"আমিরে মুয়াবিয়া! শপথ আল্লাহর, সেদিন আমার অন্তরে আপনার প্রতি যে অসন্তোষ ছিল, তা আজও অনুরূপ রয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে যে তরবারি কোষমুক্ত করেছিলাম, আজও তা আমাদের কোষে আবদ্ধ ঝুলছে। আপনি যদি লড়াই করতে করতে এক হাত এগিয়ে আসেন, আল্লাহর কসম, আমরা দুই হাত এগিয়ে আসব। আল্লাহর কসম, আমি কখনোই আপনার কাছ থেকে কোনো উপঢৌকনের প্রত্যাশা করি না। আপনার অত্যাচারকেও সামান্যতম ভয় পাই না। আমি তো কেবল ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ একটি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে এসেছি।"

পর্দার আড়াল থেকে অবাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখছিলেন হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বোন উম্মে হাকাম। তিনি ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন- কে এই লোক?

[১৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা. ৫৭৪।

খলিফার সঙ্গে যার এমন নির্ভয় আচরণ? আমিরে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

"সে এমন ব্যক্তি- যখন সে ক্রুদ্ধ হয়, তার সঙ্গে বনু তামিমের একলাখ লোক ক্রুদ্ধ হয়। তারা জানতেও চায় না কেন সে ক্রুদ্ধ হয়েছে। তার নাম আহনাফ ইবনে কায়েস। গোটা আরবের সম্মানিত ব্যক্তি। একের পর এক যুদ্ধজয়ী বীর-সেনানী।"[১৩]

হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- কয়েকজন ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। সবাই তখন বিষয়টি নিয়ে কম-বেশি কথা বলতে লাগল। ব্যতিক্রম রইলেন আহনাফ। তিনি নিশ্চুপ বসে রইলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- কী হলো আবু বাহর, কিছু বলছেন না যে? আহনাফ বললেন- আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ না করুন, যদি আপনাদের ভয়ে আমি মিথ্যে বলে ফেলি! পক্ষান্তরে প্রকৃত সত্য তুলে ধরলে আপনাদের অন্যায় ক্রোধের কবলে নিপতিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।[১৪]

নামাজ, রোযা ও আল্লাহভীতি

কেউ একজন আহনাফকে বলল- আপনি তো অনেক বৃদ্ধ; রোযা আপনাকে দুর্বল করে দেবে। উত্তরে তিনি বললেন- এর মাধ্যমে আমি এক অনন্ত অসীম দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ফরয নামাজের পাশাপাশি নফল আদায়েও তিনি ছিলেন পরম যত্নশীল। বিনিদ্র রজনীতেই ছিল তার অধিকাংশ নামাজ। হৃদয়ে জাহান্নামের ভয় জাগরিত করতে তিনি তার আঙুল প্রজ্বলিত প্রদীপশিখায় রেখে বলতেন- অনুভব কর! হে আহনাফ, আখেরাতে যদি তোমাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়, এর তেজ সইতে পারবে কি?[১৫]

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

আবুল আসফার বলেন- আহনাফ যখন খোরাসানের সমাজপতি, এক প্রচণ্ড শীতের রাতে তিনি অপবিত্র হয়ে যান। অসংখ্য দাস থাকা সত্ত্বেও পানি গরম করার জন্য তিনি তাদের ডেকে তুলেননি। নিজেই একটি বরফ গলিয়ে তা দিয়ে গোসল করে নেন।[১৭]

[১৪] ওয়াফায়াতুল আইয়ান: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা. ১৮৩।
[১৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯২।
[১৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯২।
[১৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯২।

দোয়া-প্রার্থনার অনন্য বৈশিষ্ট্য

তিনি একবার দোয়া করে বলেন- হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন; সে আপনার ইচ্ছে। আপনি যে ক্ষমার মালিক। পক্ষান্তরে আপনি যদি আমায় শাস্তি দেন; সেও আপনার একান্ত ইচ্ছে। কারণ, আমি তো শাস্তিরই উপযুক্ত।[১৮]

দাসত্বের কী অনুপম উপমা! আনুগত্যের কী অপূর্ব উদাহরণ! যার এমন বৈশিষ্ট্য; তিনি কি বঞ্চিত হতে পারেন! তার বিনয়, অক্ষমতা প্রকাশ ও পাপের স্বীকৃতি তাকে গ্রহণযোগ্যদের কাতারে শামিল করে দিয়েছে।

আহনাফ বলেন- আমার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য এমন আছে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কারো কাছে যেগুলো আমি ব্যক্ত করি না। সে বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. আমাকে ডাকা ব্যতীত আমি কোন বাদশাহর দরবারে যাই না।

২. আমাকে না বলা পর্যন্ত আমি দুজনের মাঝে যাই না।

৩. আমার দ্বারা কোন ভাল কাজ সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তা কাউকে বলি না।[১৯]

গুণ সমারোহের কী অপূর্ব সম্মিলন! আল্লাহ যাকে তাওফিক দেন, একমাত্র তিনিই পারেন এসব বহুমুখী গুণের পরিচর্যা করতে, এমন অপার বৈশিষ্ট্যে নিজেকে সাজাতে।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বীকৃতি প্রদান

শা'বি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বসরা থেকে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন। তাদের মধ্যে হযরত আহনাফ ইবনে কায়েসও ছিলেন। সকলেই বিশেষ গুরুত্বের সাথে তাদের কথা ব্যক্ত করলেন। আহনাফ ছিলেন সবার শেষে। তিনি প্রথমে হামদ-ছানা পড়লেন। তারপর স্বীয় বক্তব্য তুলে ধরলেন। তার সে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ভীষণ চমৎকৃত করে।[২০]

---

[১৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯১।

[১৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা. ৯২।

[২০] ওয়াকাফাতুম মাআ সালাফিনাস সালিহ; পৃষ্ঠা. ৩১।